দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ক্যাম্পাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংসদে উত্তেজনা ॥ বিএনপি'র ওয়াকআউট

সংসদ রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার জাতীয় সংসদের অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার ওপর বিরোধীদলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের বক্তব্যের সময় উভয় দলের হৈ চৈ ও চিৎকারে সংসদে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম তিন শ' বিধিতে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং শিক্ষকদের ওপর হামলার আশঙ্কায় ছাত্রদের মিছিলকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যেতে দেয়া হয়নি। গ্রেফতারকৃত ছাত্ররা বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য খালি গায়ে অবস্থান করে। তিনি বিরোধী দলকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, কাটা রাইফেল দিয়ে গোলাগুলি করে ক্ষমতার পরিবর্তন করা যাবে না। নির্ধারিত সময়ের পর নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতার পরিবর্তন হবে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে সকালে এ বিষয়ে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য রাখার সুযোগ না পেয়ে

(১১ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

জাতীয় সংসদের অধিবেশন আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় আবার বসবে। ডেপুটি স্পীকার আবদুল হামিদ সোমবার রাত পৌনে নয়টায় সংসদের অধিবেশন মুলতবি করেন।

ক্যাম্পাসের ঘটনাকে (প্রথম পাতার পর)

বিএনপি সদস্যরা দুই মিনিটের জন্য প্রতীকী ওয়াক আউট করে।

মাগরিবের নামাজের বিরতির পর বিএনপির সদস্য মসিউর রহমান পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে বক্তব্য রাখতে চাইলে সরকারী দল হৈ চৈ করে বাধা সৃষ্টি করে। এ সময়ে বিরোধী দলীয় উপনেতা অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী কার্যপ্রণালী বিধির বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করে বলেন, পুলিশের প্রোটেকশনে পার্থ গুলি ছুড়তে ছুড়তে জিয়া হলের দিকে যায়। উপনেতার এই বক্তব্যে সরকারী দলের সদস্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা চিৎকার করে বলে, ছাত্রদল নেতারাও অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সদস্যদের হৈ চৈ ও চিৎকারে সংসদে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী স্পীকারের কাছে প্রোটেকশন চেয়ে বলেন, গ্রেফতারের পর ছাত্রদের খালি গায়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হতে পারে। আমাদের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এটা দেশের জন্য শুভ হবে না। তিনি রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃতদের প্রতি মানবিক আচরণ করার দাবি জানান। পরে পয়েন্ট অব অর্ডারে ফ্লোর নিয়ে সরকারী দলের আসম ফিরোজ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বিএনপির সমালোচনা করলে বিএনপি সংসদ সদস্যরাও হৈ চৈ করে বাধা সৃষ্টি করে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ছাত্রদলের এক ক্যাডার ২২ এপ্রিল এক ছাত্রীর ওড়না ধরে টান দিলে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঐদিন ভিসিসহ ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে। কিন্তু ছাত্রদল সেই দিন সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে সংঘর্ষ শুরু করে। তাদের বেপরোয়া বোমাবাজি ও গোলাগুলিতে তিনজন ছাত্র আহত হয়। পরে হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার পার্থকে মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, ছাত্রদলের ক্যাডারদের গোলাগুলিতে একটি গাভীও ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। যে রাজনীতি জানে না, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি তো বোঝেই না— সেই অবোধ প্রাণীকে গুলি করে মারা কেমন ঘটনা?

রফিকুল ইসলাম জানান, সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ৬২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, যেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য সিদ্ধান্ত হলো, সেখানে কেন এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়া হয়েছে। সংবিধানের কোথায় আছে কাটা রাইফেল, বোমা নিয়ে সমাবেশ করবে!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, রবিবার গ্রেফতারের পর ছাত্রদের চেক করতে গিয়ে পুলিশ তাদের খালি গা হতে বলে। পরে তাদের কাপড় পরতে বলা হলেও তারা বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য কাপড় পরেনি। আমাদের কাছে তথ্য ছিল, ক্যাম্পাসে গিয়ে ভিসি ও শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানো হবে। এজন্য মিছিলে বাধা দেয়া হয়। এর মধ্যে ৭৩ জনকে গ্রেফতার করা হলেও ৩৩ জনকে আদালতে প্রেরণ করা হয়। অবশিষ্টদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পার্থ হত্যা মামলার এক নম্বর আসামী হিসাবে এ্যানিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা রয়েছে।

তিনি বলেন, পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে না। বরং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বন্দুকের গোলাগুলি দিয়ে আন্দোলন হবে না। আমরা চাই না এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক।

বিএনপি'র ব্রিফিং

সোমবার সকালের বৈঠকে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বক্তব্য রাখার সুযোগ না পেয়ে বিএনপি'র সদস্যরা ২ মিনিটের জন্য প্রতীকী ওয়াক আউট করেন। পরে এক সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু স্পীকার সরকারী দলকে রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে সে সুযোগ না দেয়ায় আমরা ওয়াক আউট করতে বাধ্য হয়েছি। সকালে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপি'র সকল সদস্য একযোগে দাঁড়িয়ে পয়েন্ট অব অর্ডারে ফ্লোর চাইলে বৈঠকের সভাপতি ডেপুটি স্পীকার আব্দুল হামিদ বলেন, ৭১ বিধির নোটিসগুলো নিষ্পত্তির পর তিনি তাদেরকে সুযোগ দেবেন। কিন্তু বিএনপি'র সদস্যরা তখনই অন্তত আব্দুল মান্নান ভূইয়াকে মাইক দেয়ার দাবিতে হৈ চৈ করতে থাকেন। ডেপুটি স্পীকার ৭১ বিধি নিষ্পত্তির পর পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য রাখতে দেয়ার প্রচলিত রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও বিএনপি'র সদস্যরা তাদের দাবিতে অনড় থাকেন। ডেপুটি স্পীকারের সঙ্গে বিএনপি সদস্যদের এই বিতর্কের এক পর্যায়ে জনাব ভূঁইয়া তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ওয়াক আউট করেন। অবশ্য ২ মিনিট পর হাউসে ফিরে এসে তাঁরা যথারীতি ৭১ বিধির নোটিসের ওপর আলোচনায় অংশ নেন। তার পাশাপাশি সংসদ লবিতে প্রেস ব্রিফিং জনাব ভূঁইয়া মন্তব্য করেন, যে সংসদে আমাদের কথা বলতে দেয়া হয় না সেখানে থেকে কি লাভ!

INFORMATION AND STATISTICS
3. SYSTEM
SHEET ___ OF ___ SHEETS